দশম অধ্যায়

জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ

এই অধ্যায়ে ভরত মহারাজ অর্থাৎ জড় ভরতকে সিন্ধু এবং সৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণ কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে। রাজা রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিলেন, এবং যথাযথভাবে বহন না করার ফলে তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। মহারাজ রহূগণের শিবিকা বহন করার জন্য একজন বাহকের দরকার হয়েছিল। তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত জড় ভরতকেই সেই কার্যের উপযুক্ত বলে মনে করে, বলপূর্বক তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করেছিল। অভিমান-শূন্য জড় ভরতও তার সেই গর্বোদ্ধত আদেশের কোন প্রতিবাদ না করে, শিবিকা বহন করেছিলেন। কিন্তু শিবিকা বহন করার সময়, পাছে তাঁর পায়ের তলায় কোন পিঁপড়ের মৃত্যু হয়, এই ভয়ে তিনি অতি সাবধানে পা ফেলছিলেন। তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর গতি না মেলায়, শিবিকা আন্দোলিত হতে থাকে। শিবিকারোহী রাজা তার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, কটুবাক্যে জড় ভরতকে তিরস্কার করেন। কিন্তু জড় ভরত দেহাত্মবুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার ফলে, কোন প্রতিবাদ না করে শিবিকা বহন করতে থাকেন। তিনি পূর্বের মতোই চলতে থাকলে, রাজা তাঁকে দণ্ড দেওয়ার ভয় দেখান। তখন জড় ভরত কথা বলতে শুরু করেন। তিনি রাজার কটুবাক্যের প্রতিবাদ করে গভীর তত্ত্ব কথা শোনান। রাজার তখন চৈতন্যের উদয় হয় এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে অপরাধ করেছেন। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং শ্রদ্ধা সহকারে জড় ভরতের স্তুতি করেন। এখন তিনি জড় ভরতের দার্শনিক বাণীর নিগূঢ় অর্থ জানতে চান, এবং ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, মহাভাগবতের চরণে অপরাধ হলে শিবের ত্রিশূলের আঘাতে তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ সিন্ধুসৌবীরপতে রহূগণস্য ব্রজত ইক্ষুমত্যাস্তটে তৎকুলপতিনা শিবিকাবাহপুরুষান্বেষণসময়ে দৈবেনোপসাদিতঃ স দ্বিজবর উপলব্ধ এষ পীবা যুবা সংহননাঙ্গো গোখরবদ্ধুরং বোঢ়ুমলমিতি পূর্ববিষ্টিগৃহীতৈঃ সহ গৃহীতঃ প্রসভমতদর্হ উবাহ শিবিকাং স মহানুভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—এইভাবে; **সিন্ধু-সৌবীর-পতেঃ**—সিন্ধু ও সৌবীরের রাজা; **রহূগণস্য**—রহূগণ নামক রাজার; **ব্রজতঃ**—(কপিল মুনির আশ্রমে) যাওয়ার সময়; **ইক্ষু-মত্যাঃ তটে**—ইক্ষুমতী নদীর তীরে; **তৎ-কুল-পতিনা**—শিবিকা-বাহকদের নেতার দ্বারা; **শিবিকা-বাহ**—শিবিকা-বাহক হওয়ার জন্য; **পুরুষ-অন্বেষণ-সময়ে**—পুরুষের অন্বেষণ করার সময়; **দৈবেন**—দৈবক্রমে; **উপসাদিতঃ**—নিকটবর্তী হয়ে; **সঃ**—সেই; **দ্বিজবরঃ**—ব্রাহ্মণপুত্র জড় ভরতকে; **উপলব্ধঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **এষঃ**—এই ব্যক্তি; **পীবা**—অত্যন্ত বলিষ্ঠ; **যুবা**—যুবক; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুগঠিত অঙ্গ সমন্বিত; **গো-খরবৎ**—বৃষ অথবা গর্দভের মতো; **ধুরম্**—ভার; **বোঢ়ুম্**—বহনে; **অলম্**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে মনে করে; **পূর্ব-বিষ্টি-গৃহীতৈঃ**—পূর্বে যাদের বলপূর্বক কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল; **সহ**—সঙ্গে; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **প্রসভম্**—বলপূর্বক; **অতৎ-অর্হঃ**—শিবিকা বহনে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও; **উবাহ**—বহন করেছিল; **শিবিকাম্**—শিবিকা; **সঃ**—তিনি; **মহানুভাবঃ**—মহাপুরুষ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, তারপর, সিন্ধু-সৌবীরের রাজা রহূগণ যখন কপিলাশ্রমে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর প্রধান শিবিকা-বাহক ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, আর একজন শিবিকা-বাহকের অন্বেষণ করতে করতে দৈবক্রমে জড় ভরতকে সেখানে পেয়েছিল। সে জড় ভরতকে যুবক, বলিষ্ঠ, দৃঢ় অঙ্গ সমন্বিত দেখে, তাঁকে গরু এবং গাধার মতো ভার বহনে সমর্থ বলে বিবেচনা করেছিল। মহাত্মা জড় ভরত যদিও এই প্রকার কার্যের উপযুক্ত ছিলেন না, তবু তারা কোন রকম দ্বিধা না করে, তাঁকে বলপূর্বক শিবিকা বহনের কার্যে নিযুক্ত করেছিল।

শ্লোক ২

যদা হি দ্বিজবরস্যেষুমাত্রাবলোকানুগতের্ন সমাহিতা পুরুষগতিস্তদা বিষমগতাং স্বশিবিকাং রহূগণ উপধার্য পুরুষানধিবহত আহ হে বোঢ়ারঃ সাধ্বতিক্রমত কিমিতি বিষমমুহ্যতে যানমিতি ॥ ২ ॥

যদা—যখন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **দ্বিজ-বরস্য**—জড় ভরতের; **ইষু-মাত্র**—বাণ পরিমিত (তিন ফুট) স্থান; **অবলোক-অনুগতেঃ**—নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন; **ন সমাহিতা**—অসামঞ্জস্য; **পুরুষ-গতিঃ**—বাহকদের গতি; **তদা**—তখন; **বিষম-গতাম্**—অসমান হওয়ায়; **স্ব-শিবিকাম্**—তাঁর পালকিতে; **রহূগণঃ**—মহারাজ রহূগণ; **উপধার্য**—বুঝতে পেরে; **পুরুষান্**—পুরুষদের; **অধিবহতঃ**—যারা শিবিকা বহন করছিল; **আহ**—বলেছিলেন; **হে**—ওহে; **বোঢ়ারঃ**—শিবিকা-বাহকগণ; **সাধু অতিক্রমত**—এমনভাবে চলো যাতে শিবিকা আন্দোলিত না হয়; **কিম্ ইতি**—কি কারণে; **বিষমম্**—অসমান; **উহ্যতে**—বহন করা হচ্ছে; **যানম্**—শিবিকা; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

জড় ভরত তাঁর অহিংস মনোভাবের জন্য শিবিকা ঠিকভাবে বহন করছিলেন না। তিনি তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে তারপর পদবিক্ষেপ করছিলেন, যাতে তাঁর পায়ের চাপে কোন পিপীলিকার মৃত্যু না হয়। কিন্তু তার ফলে অন্য বাহকদের সঙ্গে তাঁর পা না মেলায় শিবিকা আন্দোলিত হচ্ছিল এবং রাজা রহূগণ তখন বাহকদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা কেন অসমানভাবে শিবিকা বহন করছ? ভালভাবে তা বহন কর।"

তাৎপর্য

জড় ভরতকে যদিও জোর করে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তবুও তিনি পথের পিপীলিকাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ত্যাগ করেননি। ভগবদ্ভক্ত অত্যন্ত কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে থাকলেও তাঁর ভক্তি এবং অনুকূল কার্যের কথা ভুলে যান না। জড় ভরত ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, তবু তাঁকে শিবিকা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেই জন্য তিনি কিছু মনে করেননি, কিন্তু পথ চলার সময় একটি পিপীলিকাকেও পর্যন্ত হত্যা না করার কর্তব্য তিনি বিস্মৃত হননি। বৈষ্ণব কখনও কারোর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না অথবা অনর্থক হিংসাত্মক কার্য করেন

না। পথে বহু পিপীলিকা ছিল, কিন্তু জড় ভরত তাঁর সম্মুখে এক গজ পরিমিত স্থান নিরীক্ষণ করে, তারপর পিপীলিকাদের এড়িয়ে পদক্ষেপ করছিলেন। বৈষ্ণব সর্বদাই অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপালু। ভগবান কপিলদেব সাংখ্যযোগ বিশ্লেষণ করার সময় বলেছেন, *সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্* । জীব বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে। যারা বৈষ্ণব নয় তারা কেবল মানুষদেরই তাদের সহানুভূতির পাত্র বলে মনে করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে তিনি সমস্ত জীবদের পরম পিতা। তাই বৈষ্ণব কোন প্রাণীকেই অসময়ে অথবা অনর্থক বিনষ্ট হতে দেন না। প্রতিটি জীবকেই কোন বিশেষ জড় শরীরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ হয়ে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। অন্য আর একটি শরীর ধারণ করার পূর্বে তাকে সেই শরীরের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ করতে হয়। কোন প্রাণীকে হত্যা করা হলে, সেই বিশেষ শরীরে তার বন্ধনের অবস্থা পূর্ণ করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। তাই নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের জন্য কখনও কোন প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে পাপকর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হয়।

শ্লোক ৩

অথ ত ঈশ্বরবচঃ সোপালম্ভমুপাকর্ণ্যোপায়তুরীয়াচ্ছঙ্কিতমনসস্তং বিজ্ঞাপয়াম্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

অথ—এইভাবে; **তে**—তারা (শিবিকা-বাহকেরা); **ঈশ্বর-বচঃ**—রাজা রহূগণের বাক্য শুনে; **স-উপালম্ভম্**—তিরস্কার; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **উপায়**—উপায়; **তুরীয়াৎ**—চতুর্থ ব্যক্তি থেকে; **শঙ্কিত-মনসঃ**—ভীত চিত্তে; **তম্**—তাঁকে (রাজাকে); **বিজ্ঞাপয়াম্ বভূবুঃ**—নিবেদন করেছিল।

অনুবাদ

শিবিকা-বাহকেরা রাজার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে, দণ্ডভয়ে ভীত হয়ে এইভাবে রাজার কাছে নিবেদন করেছিল।

তাৎপর্য

রাজনীতি শাস্ত্র অনুসারে রাজা কখনও মিষ্ট বাক্যের দ্বারা, কখনও পুরস্কার দান করে, কখনও তিরস্কার করে এবং কখনও দণ্ড দিয়ে তাঁর প্রজাদের শাসন করেন। শিবিকা-বাহকেরা বুঝতে পেরেছিল যে, রাজা ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি তাদের দণ্ড দেবেন।

শ্লোক ৪

**ন বয়ং নরদেব প্রমত্তা ভবন্নিয়মানুপথাঃ সাধ্বেব বহামঃ ।
অয়মধুনৈব নিযুক্তোঽপি ন দ্রুতং ব্রজতি নানেন সহ বোঢ়ুমু হ বয়ং পারয়াম ইতি ॥ ৪ ॥**

ন—না; **বয়ম্**—আমরা; **নর-দেব**—হে নরদেবতা (রাজাকে দেব অর্থাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়); **প্রমত্তাঃ**—আমাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা; **ভবৎ-নিয়ম-অনুপথাঃ**—সর্বদা আপনার আদেশের অনুগত; **সাধু**—যথাযথভাবে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বহামঃ**—আমরা বহন করছি; **অয়ম্**—এই ব্যক্তি; **অধুনা**—সম্প্রতি; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিযুক্তঃ**—আমাদের সাথে কার্যে নিযুক্ত হয়েছে; **অপি**—যদিও; **ন**—না; **দ্রুতম্**—অতি দ্রুত; **ব্রজতি**—গমন করে; **ন**—না; **অনেন**—এর; **সহ**—সঙ্গে; **বোঢ়ুম্**—বহন করতে; **উ হ**—হে; **বয়ম্**—আমরা; **পারয়ামঃ**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমরা আমাদের কার্য সম্পাদনে মোটেই অবহেলা করছি না। আপনার আজ্ঞা অনুসারে আমরা সুষ্ঠুভাবেই শিবিকা বহন করছি। কিন্তু, সম্প্রতি যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয়েছে সে দ্রুত চলতে পারছে না বলে, আমরা তার সঙ্গে শিবিকা বহন করতে পারছি না।

তাৎপর্য

অন্য শিবিকা-বাহকেরা ছিল শূদ্র, কিন্তু জড় ভরত কেবল একজন উচ্চ কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহাভাগবত। শূদ্রেরা অন্য জীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, কিন্তু বৈষ্ণব শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেন না। যখনই শূদ্র এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সমন্বয় হয়, তখন অবশ্যই কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনে বৈষম্য দেখা দেবে। শূদ্রেরা মাটিতে পিপীলিকাদের কথা চিন্তা না করে শিবিকা বহন করছিল, কিন্তু জড় ভরত শূদ্রের মতো আচরণ করতে পারেননি, এবং তাই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল।

শ্লোক ৫

সাংসর্গিকো দোষ এব নূনমেকস্যাপি সর্বেষাং সাংসর্গিকাণাং ভবিতুমর্হতীতি নিশ্চিত্য 'নিশম্য কৃপণবচো রাজা রহূগণ উপাসিতবৃদ্ধোঽপি

নিসর্গেণ বলাৎকৃত ঈষদুত্থিতমন্যুরবিস্পষ্টব্রহ্মতেজসং জাতবেদসমিব রজসাবৃতমতিরাহ ॥ ৫ ॥

সাংসর্গিকঃ—ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে; **দোষঃ**—দোষ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নূনম্**—নিশ্চিত ভাবে; **একস্য**—একের; **অপি**—যদিও; **সর্বেষাম্**—অন্যদের; **সাংসর্গিকাণাম্**—তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—সক্ষম; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত্য**—স্থির করে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কৃপণ-বচঃ**—দণ্ড-ভয়ে ভীত দীন সেবকদের বাণী; **রাজা**—রাজা; **রহূগণঃ**—রহূগণ; **উপাসিত-বৃদ্ধঃ**—বহু মহাপুরুষদের উপদেশ শ্রবণ করে এবং তাঁদের সেবা করে; **অপি**—সত্ত্বেও; **নিসর্গেণ**—তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত স্বভাববশত; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **কৃতঃ**—কৃত; **ঈষৎ**—অল্প; **উত্থিত**—জাগরিত; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **অবিস্পষ্ট**—অস্পষ্ট; **ব্রহ্ম-তেজসম্**—জড় ভরতের ব্রহ্মতেজ; **জাত-বেদসম্**—বৈদিক অনুষ্ঠানে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **রজসাবৃত**—রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত; **মতিঃ**—যাঁর বুদ্ধি; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

দণ্ডভয়ে ভীত বাহকদের কথা শুনে রাজা রহূগণ বুঝতে পারলেন যে, কেবল একজনের দোষের ফলে শিবিকা যথাযথভাবে বাহিত হচ্ছে না। সে-কথা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরে এবং তাদের আবেদন শুনে, তাঁর ঈষৎ ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। যদিও তিনি ছিলেন রাজনীতি শাস্ত্রে পারদর্শী এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তবু তাঁর রাজ-স্বভাববশত তাঁর চিত্তে ক্রোধের উদয় হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজা রহূগণের চিত্ত রজোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাই তিনি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতো প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মতেজসম্পন্ন জড় ভরতকে বললেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজা যদিও অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং রাজনীতি শাস্ত্রে ও রাজকার্য পরিচালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়, স্বল্প বিচলিত হওয়ার ফলেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জড় ভরত নিজেকে মূক ও বধিররূপে প্রদর্শন করার দরুন সমস্ত অন্যায় সহ্য করেছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ব্রহ্মতেজ তাঁর শরীরে অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল।

শ্লোক ৬

অহো কষ্টং ভ্রাতর্ব্যক্তমুরু পরিশ্রান্তো দীর্ঘমধ্বানমেক এব ঊহিবান্ সুচিরং নাতিপীবা ন সংহননাঙ্গো জরসা চোপদ্রুতো ভবান্ সখে নো এবাপর এতে সঙ্ঘট্টিন ইতি বহু বিপ্রলব্ধোঽপ্যবিদ্যয়া রচিতদ্রব্যগুণ-কর্মাশয়স্বচরমকলেবরেঽবস্তুনি সংস্থানবিশেষেঽহং মমেত্যনধ্যারোপিত-মিথ্যাপ্রত্যয়ো ব্রহ্মভূতস্তূষ্ণীং শিবিকাং পূর্ববদুবাহ ॥ ৬ ॥

অহো—হায়; **কষ্টম্**—কত কষ্টদায়ক; **ভ্রাতঃ**—হে ভ্রাত; **ব্যক্তম্**—স্পষ্টভাবে; **উরু**—অত্যন্ত; **পরিশ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **দীর্ঘম্**—দীর্ঘ; **অধ্বানম্**—পথ; **একঃ**—একলা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ঊহিবান্**—তুমি বহন করেছ; **সুচিরম্**—দীর্ঘকাল; **ন**—না; **অতিপীবা**—অত্যন্ত বলবান; **ন**—না; **সংহনন-অঙ্গঃ**—সুগঠিত শরীর; **জরসা**—বার্ধক্যের দ্বারা; **চ**—ও; **উপদ্রুতঃ**—আক্রান্ত; **ভবান্**—তুমি; **সখে**—হে বন্ধু; **ন এব**—নিশ্চিতভাবে নয়; **অপরে**—অন্য; **এতে**—এই সমস্ত; **সঙ্ঘট্টিনঃ**—সহকর্মীরা; **ইতি**—এইভাবে; **বহু**—অত্যন্ত; **বিপ্রলব্ধঃ**—বক্রোক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে; **অপি**—যদিও; **অবিদ্যয়া**—অজ্ঞানের দ্বারা; **রচিত**—সৃষ্ট; **দ্রব্য-গুণ-কর্ম-আশয়**—জড় উপাদান, জড় গুণ এবং পূর্বকৃত কর্ম ও বাসনার সমন্বয়ে; **স্ব-চরম-কলেবরে**—সূক্ষ্ম (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) উপাদানের দ্বারা চালিত শরীরে; **অবস্তুনি**—এই প্রকার জড় বস্তুতে; **সংস্থান-বিশেষে**—বিশেষ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন; **অহম্ মম**—আমি এবং আমার; **ইতি**—এইভাবে; **অনধ্যারোপিত**—আরোপিত নয়; **মিথ্যা**—মিথ্যা; **প্রত্যয়ঃ**—বিশ্বাস; **ব্রহ্মভূতঃ**—ব্রহ্মভূত স্তরে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **তূষ্ণীম্**—নীরব থেকে; **শিবিকাম্**—শিবিকা; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **উবাহ**—বহন করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা রহূগণ জড় ভরতকে বলেছিলেন—আহা কী কষ্ট! ওহে ভাই, তুমি নিশ্চয়ই একাকী অনেকক্ষণ ধরে অনেক পথ এই শিবিকা বহন করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর তা ছাড়া তোমার বার্ধক্যবশত তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছ। হে সখে, তোমার শরীর তো দৃঢ় নয়, এবং তুমিও তেমন বলবান নও। তোমার সঙ্গের বাহকেরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না?

এইভাবে রাজা বক্রোক্তির দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করলেও জড় ভরত অভিমানশূন্যই ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার ফলে অবগত

ছিলেন যে, তিনি তাঁর দেহ নন। তিনি স্থূল অথবা কৃশ ছিলেন না, পঞ্চমহাভূত এবং তিন সূক্ষ্ম উপাদানের সমন্বয়ে রচিত জড় পিণ্ডটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। হস্ত, পদ সমন্বিত জড় দেহটির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। অর্থাৎ, তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্ময় স্বরূপ (*অহং ব্রহ্মাস্মি*) উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি রাজার পরিহাসপূর্ণ তিরস্কারে বিচলিত হননি। নীরবে তিনি পূর্বের মতোই শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

জড় ভরত ছিলেন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। দস্যুরা যখন তাঁকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখনও তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর দেহাত্মবুদ্ধির অতীত ছিলেন। তাঁকে যদি হত্যাও করা হত, তাহলেও তিনি বিচলিত হতেন না, কারণ তিনি *ভগবদ্গীতার* (২/২০) বাণী—*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে* পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর দেহকে হত্যা করা হলেও তাঁকে হত্যা করা যাবে না। যদিও তিনি কোন প্রতিবাদ করেননি, তবুও ভগবান এবং তাঁর প্রতিনিধি দস্যুদের এই অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারেননি; তাই ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন এবং দস্যুরা নিহত হয়েছিল। এইভাবে, শিবিকা বহন করার সময়ও, তিনি জানতেন যে, তিনি তাঁর শরীর নন। এই শরীরটি শিবিকা বহনের জন্য পূর্ণরূপে সক্ষম ছিল, কারণ তা বলবান এবং সুগঠিত ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, রাজার ব্যঙ্গোক্তি তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দেহ রচিত হয় জীবের কর্ম অনুসারে, এবং বিশেষ ধরনের দেহের বিকাশ সাধনের জন্য জড়া প্রকৃতি উপাদানগুলি সরবরাহ করে। যে দৈহিক গঠন আত্মাকে আবৃত করে, আত্মা তা থেকে ভিন্ন; তাই শরীরের প্রতি কোন উপকার অথবা অপকার করা হলেও তা আত্মাকে প্রভাবিত করে না। বৈদিক উপদেশ হচ্ছে—*অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ*—আত্মা কখনও জড়া প্রকৃতির আয়োজনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্লোক ৭

অথ পুনঃ স্বশিবিকায়াং বিষমগতায়াং প্রকুপিত উবাচ রহূগণঃ কিমিদমরে ত্বং জীবন্মৃতো মাং কদর্থীকৃত্য ভর্তৃশাসনমতিচরসি প্রমত্তস্য চ তে করোমি চিকিৎসাং দণ্ডপাণিরিব জনতায়া যথা প্রকৃতিং স্বাং ভজিষ্যস ইতি ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **পুনঃ**—পুনরায়; **স্ব-শিবিকায়াম্**—তাঁর শিবিকায়; **বিষম-গতায়াম্**—জড় ভরত ঠিকমত না চলার ফলে আন্দোলিত হওয়ায়; **প্রকুপিতঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **রহূগণঃ**—রাজা রহূগণ; **কিম্ ইদম্**—একি হচ্ছে; **অরে**—হে মূর্খ; **ত্বম্**—তুই; **জীবৎ**—জীবিত; **মৃতঃ**—মৃত; **মাম্**—আমাকে; **কদর্থী-কৃত্য**—অবহেলা করে; **ভর্তৃ-শাসনম্**—প্রভুর আদেশ; **অতিচরসি**—লঙ্ঘন করছিস; **প্রমত্তস্য**—পাগলের; **চ**—ও; **তে**—তোর; **করোমি**—আমি করব; **চিকিৎসাম্**—উপযুক্ত ব্যবস্থা; **দণ্ডপাণিঃ ইব**—যমরাজের মতো; **জনতায়াঃ**—জনসাধারণের; **যথা**—যাতে; **প্রকৃতিম্**—স্বাভাবিক স্থিতি, **স্বাম্**—তোর নিজের; **ভজিষ্যসে**—তুই গ্রহণ করবি; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

তারপর রাজা যখন দেখলেন যে, শিবিকা পুনরায় আন্দোলিত হচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে বললেন—ওরে দুষ্ট, তুই কি করছিস? তুই কি জীবিত অবস্থায়ও মৃত নাকি? তুই জানিস না যে আমি তোর প্রভু? তুই আমার আদেশ অবজ্ঞা করছিস। তোর এই অবজ্ঞার ফলে, আমি তোকে যমরাজের মতো দণ্ড দেব। আমি তোর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব, যাতে তুই প্রকৃতিস্থ হোস।

শ্লোক ৮

এবং বহ্বব্দ্ধমপি ভাষমাণং নরদেবাভিমানং রজসা তমসানুবিদ্ধেন মদেন তিরস্কৃতাশেষভগবৎপ্রিয়নিকেতং পণ্ডিতমানিনং স ভগবান্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মভূতঃ সর্বভূতসুহৃদাত্মা যোগেশ্বরচর্যায়াং নাতিব্যুৎপন্নমতিং স্ময়মান ইব বিগতস্ময় ইদমাহ ॥ ৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **বহু**—বহু; **অবদ্ধম্**—অর্থহীন; **অপি**—যদিও; **ভাষমাণম্**—কথা বলে; **নর-দেব-অভিমানম্**—রাজা রহূগণ, যিনি নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করেছিলেন; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **অনুবিদ্ধেন**—বর্ধিত হয়ে; **মদেন**—মদভরে; **তিরস্কৃত**—তিরস্কার করেছিলেন; **অশেষ**—অসংখ্য; **ভগবৎ-প্রিয়-নিকেতম্**—ভগবানের ভক্ত; **পণ্ডিত-মানিনম্**—নিজেকে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করে; **সঃ**—সেই; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিমান (জড় ভরত); **ব্রাহ্মণঃ**—পরম যোগ্য ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্মভূতঃ**—পূর্ণরূপে আত্ম-তত্ত্ববেত্তা; **সর্ব-ভূত-সুহৃৎ-**

আত্মা—সমস্ত জীবের সুহৃৎ; **যোগেশ্বর**—সমস্ত উন্নত যোগীদের মধ্যে; **চর্যায়াম্**—আচরণ; **ন অতি-ব্যুৎপন্ন-মতিম্**—অনভিজ্ঞ রাজা রহূগণকে; **স্ময়মানঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে; **ইব**—সদৃশ; **বিগত-স্ময়ঃ**—সব রকম জড় অহঙ্কার থেকে মুক্ত; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করায়, রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধিগ্রস্ত ছিলেন এবং রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মদভরে তিনি জড় ভরতকে অশালীন বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করেছিলেন। জড় ভরত ছিলেন পরম ভাগবত এবং ভগবানের প্রিয় নিকেতন। রাজা যদিও নিজেকে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত বলে মনে করতেন, কিন্তু তিনি পরম ভাগবতের স্থিতি অবগত ছিলেন না, এবং তাঁর চরিত্রও তাঁর জানা ছিল না। জড় ভরত সর্বদা ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে বহন করতেন বলে তিনি ছিলেন ভগবানের বাসস্থান সদৃশ। তিনি ছিলেন সমস্ত জীবের সুহৃৎ এবং তিনি কোন প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি পোষণ করতেন না। তাই তিনি ঈষৎ হেসে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দেহাত্মবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তি এবং দেহাতীত বুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তির পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। রাজা রহূগণ দেহাত্মবুদ্ধির ফলে নিজেকে একজন রাজা বলে মনে করে, নানা প্রকার অশালীন বাক্যের দ্বারা জড় ভরতকে তিরস্কার করেছিলেন। আর আত্ম-তত্ত্ববেত্তা জড় ভরত সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে, মোটেই ক্রুদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে রাজা রহূগণকে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। পরম বৈষ্ণব সমস্ত জীবের সুহৃৎ, এবং তার ফলে তিনি তাঁর শত্রুরও সুহৃৎ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কাউকেই তাঁর শত্রু বলে মনে করেন না। *সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্* । কখনও কখনও বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে ক্রোধ প্রকাশ করেন, কিন্তু তা অভক্তদের মঙ্গলের জন্যই। বৈদিক শাস্ত্রে তার বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক সময়ে নারদ মুনি কুবেরের দুই পুত্র নলকুবের এবং মণিগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে, তাদের অভিশাপ দিয়ে দুটি বৃক্ষে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উদ্ধার করেছিলেন। ভক্ত পরম পদে অধিষ্ঠিত, তাই তাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন।

শ্লোক ৯

ব্রাহ্মণ উবাচ
ত্বয়োদিতং ব্যক্তমবিপ্রলব্ধং
ভর্তুঃ স মে স্যাদ্যদি বীর ভারঃ ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্যমধ্বা
পীবেতি রাশৌ ন বিদাং প্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণঃ উবাচ—মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ (জড় ভরত) বললেন; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **উদিতম্**—উক্ত; **ব্যক্তম্**—অত্যন্ত স্পষ্ট; **অবিপ্র-লব্ধম্**—বিরোধ আভাস রহিত; **ভর্তুঃ**—বহনকারীর, শরীর; **সঃ**—তা; **মে**—আমার; **স্যাৎ**—হত; **যদি**—যদি; **বীর**—হে বীর (মহারাজ রহূগণ); **ভারঃ**—ভার; **গন্তুঃ**—গমন-কর্তার, দেহের; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হত; **অধিগম্যম্**—লক্ষ্য; **অধ্বা**—পথ; **পীবা**—অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট; **ইতি**—এইভাবে; **রাশৌ**—শরীরে; **ন**—না; **বিদাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিদের; **প্রবাদঃ**—আলোচনার বিষয়।

অনুবাদ

মহান ব্রাহ্মণ জড় ভরত বললেন—হে বীর রাজা, আপনি যা বলেছেন তা সত্য। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কেবল তিরস্কার বাক্য নয়, কারণ দেহটি হচ্ছে বাহক। ভার-বহনকারী দেহটি আমার নয়, কারণ আমি হচ্ছি চিন্ময় আত্মা। আপনার উক্তিতে কোন বিরোধ নেই, কারণ আমি দেহ থেকে ভিন্ন। আমি শিবিকার বাহক নই; এই দেহটি হচ্ছে বাহক। নিশ্চিতভাবে, যে কথা আপনি বলেছেন, আমি এই শিবিকা বহনে পরিশ্রম করিনি, কারণ আমি এই দেহটি থেকে পৃথক। আপনি বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই। এই বাক্যটি তার পক্ষেই উপযুক্ত, যে ব্যক্তি দেহ এবং আত্মার পার্থক্য জানে না। দেহ স্থূল অথবা কৃশ হতে পারে, কিন্তু কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আত্মা সম্বন্ধে সেই কথা বলবে না। আত্মা স্থূলও নয় অথবা কৃশও নয়; তাই আপনি যখন বলেছেন যে, আমি হৃষ্টপুষ্ট নই, তা সত্য। অধিকন্তু এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং সেই গন্তব্যস্থলের পথ যদি আমার হত, তাহলে আমার পক্ষে বহু অসুবিধা হত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি আমার সম্পর্কে বলা হয়নি, বলা হয়েছে আমার দেহের সম্পর্কে, তাই তাতে মোটেই কোন রকম অসুবিধা হয়নি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি দিব্য জ্ঞানে উন্নত, তিনি জড় দেহের সুখ এবং দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। জড় দেহটি আত্মা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, এবং দেহের সুখ ও দুঃখ অনিত্য। তপস্যা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহ ও আত্মার পার্থক্য উপলব্ধি করা এবং আত্মা যে জড় দেহের সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তা হৃদয়ঙ্গম করা। জড় ভরত প্রকৃতপক্ষে আত্ম উপলব্ধির স্তরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধির অতীত ছিলেন; তাই তিনি রাজাকে বুঝিয়েছিলেন যে, রাজা তাঁর দেহের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলি আত্মার সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

শ্লোক ১০

স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্ত্বড্ ভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ ।
নিদ্রা রতির্মন্যুরহংমদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি ॥ ১০ ॥

স্থৌল্যম্—স্থূলতা; **কার্শ্যম্**—কৃশতা; **ব্যাধয়ঃ**—রোগ আদি দেহের কষ্ট; **আধয়ঃ**—মানসিক কষ্ট; **চ**—এবং; **ক্ষুৎ তৃট্ ভয়ম্**—ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং ভয়; **কলিঃ**—কলহ; **ইচ্ছা**—বাসনা; **জরা**—বৃদ্ধাবস্থা; **চ**—এবং; **নিদ্রা**—নিদ্রা; **রতিঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের আসক্তি; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **অহম্**—অহঙ্কার; **মদঃ**—মোহ; **শুচঃ**—শোক; **দেহেন**—এই শরীরের দ্বারা; **জাতস্য**—যার জন্ম হয়েছে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মে**—আমার; **ন**—না; **সন্তি**—বর্তমান।

অনুবাদ

স্থূলতা, কৃশতা, দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভয়, কলহ, জড় সুখভোগের বাসনা, জরা, নিদ্রা, বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, শোক এবং দেহাত্মবুদ্ধি—এই সবই আত্মার জড় আবরণের বিকার। দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন ব্যক্তিরাই এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু আমি সর্বপ্রকার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। তাই আমি স্থূল অথবা কৃশ নই, অথবা আপনি যে কথাগুলি বলেছেন, আমি তার কোনটিই নই।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—*দেহস্মৃতি নাহি যার, সংসার-বন্ধন কাহাঁ তাঁর।* যিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন, তাঁর দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই অথবা তিনি দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত নন। কেউ যখন বুঝতে পারেন যে তিনি তাঁর দেহ নন এবং তাই তিনি স্থূল নন অথবা কৃশ নন, তখন তিনি সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাপ্ত হন। যারা অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ করেনি, তারা এই জড় জগতের দেহাত্মবুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ। বর্তমানে সমগ্র মানব-সমাজ এই দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কর্ম করছে, তাই শাস্ত্রে এই যুগের মানুষদের *দ্বিপদ পশু* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পশুদের সমাজে কেউই সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজকে পারমার্থিক উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করছে। সকলের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জড় ভরতের মতো আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু, *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৮) বর্ণনা করা হয়েছে—*নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া* । ভাগবত-ধর্ম প্রচার করার দ্বারা আমরা মানব-সমাজকে পূর্ণ সার্থকতার স্তরে উন্নীত করতে পারি। কেউ যখন দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হন না, তখন তিনি ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারেন।

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

আমরা যতই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হব, ততই আমরা ভগবদ্ভক্তিতে স্থির হতে পারব, এবং ততই আমরা সুখী হতে পারব এবং শান্তি লাভ করতে পারব। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, যারা জড়া প্রকৃতির দ্বারা যত বেশি প্রভাবিত, ততই তারা দেহাত্মবুদ্ধিতে থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিরা বিভিন্ন দৈহিক লক্ষণের কথাই চিন্তা করে, কিন্তু যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত, তাঁরা এই জড় জগতে অবস্থানকালেও দেহ ব্যতীতই জীবিত থাকেন।

শ্লোক ১১

জীবন্মৃতত্বং নিয়মেন রাজন্
আদ্যন্তবদ্যদ্বিকৃতস্য দৃষ্টম্ ।
স্বস্বাম্যভাবো ধ্রুব ঈড্য যত্র
তর্হ্যুচ্যতেঽসৌ বিধিকৃত্যযোগঃ ॥ ১১ ॥

জীবৎ-মৃতত্বম্—জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়ার গুণ; **নিয়মেন**—প্রকৃতির নিয়মে; **রাজন্**—হে রাজন; **আদ্যন্তবৎ**—জড় জগতের সবকিছুর আদি এবং অন্ত রয়েছে; **যৎ**—যেহেতু; **বিকৃতস্য**—যে সমস্ত বস্তুর বিকার হয়, যেমন শরীর; **দৃষ্টম্**—দেখা যায়; **স্ব-স্বাম্য-ভাবঃ**—দাসত্ব এবং প্রভুত্বের অবস্থা; **ধ্রুবঃ**—অপরিবর্তনীয়; **ঈড্য**—হে পূজনীয়; **যত্র**—যেখানে; **তর্হি**—তাহলে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **অসৌ**—তা; **বিধি-কৃত্য-যোগঃ**—আদেশ এবং কর্তব্যের উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি অনর্থক আমাকে জীবন্মৃত বলে অভিযোগ করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি কেবল এই বলতে পারি যে, এই জড় জগতে সবকিছুরই আদি এবং অন্ত রয়েছে। আর আপনি যে মনে করছেন আপনি রাজা ও প্রভু এবং তাই আমাকে আদেশ দেওয়ার চেষ্টা করছেন, সেটিও ঠিক নয়। কারণ এই সমস্ত পদগুলি অনিত্য। আজ আপনি রাজা এবং আমি আপনার ভৃত্য, কিন্তু কাল তার পরিবর্তন হতে পারে এবং আপনি ভৃত্যতে এবং আমি প্রভুতে পরিণত হতে পারি। এই সমস্ত অনিত্য পরিস্থিতিগুলি দৈবের দ্বারা সৃষ্টি হয়।

তাৎপর্য

এই জগতে দেহাত্মবুদ্ধিই হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। বিশেষ করে কলিযুগে, মানুষেরা এতই অশিক্ষিত যে, তারা বুঝতে পারে না প্রতি মুহূর্তে দেহের পরিবর্তন হচ্ছে এবং দেহের অন্তিম পরিবর্তন হচ্ছে মৃত্যু। এই জীবনে কেউ রাজা হতে পারে, এবং পরবর্তী জীবনে তার কর্ম অনুসারে সে একটি কুকুর হতে পারে। জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আত্মা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। প্রকৃতি তাকে এক অবস্থায় রাখে, তারপর সেই অবস্থাটির পরিবর্তন করে অন্য আর একটি অবস্থায় নিয়ে যায়। আত্ম-উপলব্ধি এবং জ্ঞানের অভাবে বদ্ধ জীবেরা ভ্রান্তভাবে নিজেকে রাজা, প্রজা, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি বলে মনে করে। এগুলি কেবল ভগবানের আয়োজনে দেহের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র। এই প্রকার অনিত্য দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জড় জগতে কেউই প্রভু নয়, কারণ সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং জড়া প্রকৃতি ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম প্রভু। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* । ভগবানের সঙ্গে এই সম্পর্কের কথা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই, এই জড় জগতে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ১২

বিশেষবুদ্ধের্বিবরং মনাক্ চ
পশ্যাম যন্ন ব্যবহারতোঽন্যৎ ।
ক ঈশ্বরস্তত্র কিমীশিতব্যং
তথাপি রাজন্ করবাম কিং তে ॥ ১২ ॥

বিশেষ-বুদ্ধেঃ—প্রভু এবং ভৃত্যের ভেদবুদ্ধির; **বিবরম্**—অবকাশ; **মনাক্**—কিঞ্চিৎ; **চ**—ও; **পশ্যামঃ**—আমি দেখি; **যৎ**—যা; **ন**—না; **ব্যবহারতঃ**—ব্যবহার থেকে; **অন্যৎ**—অন্য; **কঃ**—কে; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **তত্র**—তাতে; **কিম্**—কে; **ঈশিতব্যম্**—নিয়ন্ত্রিত; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও; **রাজন্**—হে রাজন (আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন প্রভু এবং আমি হচ্ছি ভৃত্য); **করবাম**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কি; **তে**—আপনার জন্য।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি যদি এখনও মনে করেন যে, আপনি হচ্ছেন রাজা এবং আমি হচ্ছি আপনার ভৃত্য, তাহলে আপনি আদেশ করুন এবং আপনার আদেশ আমাকে পালন করতে হবে। কিন্তু আমি এই কথা বলতে পারি যে, এই পার্থক্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যবহার অথবা প্রথা থেকেই তার উৎপত্তি। এ ছাড়া তার অন্য কোন কারণ আমি দেখি না। সেই ক্ষেত্রে প্রভু কে? এবং ভৃত্যই বা কে? সকলেই জড়া প্রকৃতির নিয়মের বাধ্য; তাই কেউই প্রভু নয় এবং কেউই ভৃত্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপনি যদি মনে করেন যে, আপনি প্রভু এবং আমি আপনার ভৃত্য, তাহলে আমি তা স্বীকার করে নেব। আপনি দয়া করে আমাকে আদেশ দিন। বলুন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, *অহং মামেতি*—মানুষ মনে করে, "আমি হচ্ছি এই শরীর, এবং আমার এই দেহের সম্পর্কে এ আমার প্রভু, এ আমার ভৃত্য, এ আমার পত্নী, এবং এ আমার পুত্র।" এই সমস্ত ধারণা দেহের পরিবর্তন এবং জড়া প্রকৃতির ব্যবস্থার ফলে অনিত্য। সমুদ্রে ভাসমান তৃণের মতো আমরা একত্র হই এবং ঢেউয়ের আঘাতে পর মুহূর্তেই বিচ্ছিন্ন হই। এই জড় জগতে সকলেই অজ্ঞানের সমুদ্রে ভাসছে। সেই সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই ॥

ভগবদ্গীতায় (৩/৩৭) বলা হয়েছে *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ* । রজোগুণের প্রভাবে আমরা কত কিছু কামনা করি, এবং আমাদের ইচ্ছা বা চিন্তা এবং ভগবানের অনুমোদন অনুসারে জড়া প্রকৃতি আমাদের বিশেষ প্রকার শরীর দান করেন। কিছুকালের জন্য আমরা প্রভু অথবা ভৃত্যের ভূমিকায় অভিনয় করি, ঠিক যেভাবে অভিনেতারা পরিচালকের নির্দেশে মঞ্চে অভিনয় করে। আমরা যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হই, তখন আমাদের এই অনর্থক মঞ্চে অভিনয়ের সমাপ্তি সাধন করা কর্তব্য। আমাদের স্বরূপে অবস্থিত হওয়া উচিত, যার আর এক নাম কৃষ্ণভাবনামৃত। বর্তমানে আমাদের প্রকৃত প্রভু হচ্ছে জড়া প্রকৃতি। *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৪)। জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আমরা প্রভু অথবা ভৃত্য হচ্ছি, কিন্তু আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর নিত্যদাসদের প্রভুত্ব বরণ করে নিই, তাহলে আমাদের এই অনিত্য অবস্থার সমাপ্তি হবে।

শ্লোক ১৩

উন্মত্তমত্তজড়বৎস্বসংস্থাং
গতস্য মে বীর চিকিৎসিতেন ।
অর্থঃ কিয়ান্ ভবতা শিক্ষিতেন
স্তব্ধপ্রমত্তস্য চ পিষ্টপেষঃ ॥ ১৩ ॥

উন্মত্ত—উন্মাদনা; **মত্ত**—মাতাল; **জড়-বৎ**—জড়ের মতো; **স্ব-সংস্থাম্**—স্বীয় স্বভাব; **গতস্য**—যে লাভ করেছে; **মে**—আমার; **বীর**—হে রাজন্; **চিকিৎসিতেন**—আপনার তিরস্কারের দ্বারা; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **কিয়ান্**—কি; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শিক্ষিতেন**—শিক্ষা লাভ করার দ্বারা; **স্তব্ধ**—জড়; **প্রমত্তস্য**—উন্মত্তের; **চ**—ও; **পিষ্টপেষঃ**—আটার মতো পিষ্টবস্তুকে পুনরায় পেষণ করার মতো।

অনুবাদ

হে রাজন্, আপনি বলেছেন, "ওরে উন্মত্ত, মত্ত, জড়! আমি তোকে দণ্ডদান করব, তাহলে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।" সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে জড়,

মূক এবং বধিরের মতো অবস্থান করলেও আমি ব্রহ্মাত্মনিষ্ঠা লাভ করেছি। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনার কি লাভ হবে? আর আপনার অনুমান যদি ঠিক হয় এবং আমি যদি সত্যি সত্যিই উন্মত্ত হই, তাহলে আমাকে দণ্ড দেওয়া পিষ্টবস্তু পেষণ করার মতোই হবে। তার ফলে কোন লাভ হবে না। কারণ উন্মত্ত ব্যক্তিকে দণ্ডদান করা হলেও তার উন্মত্ততার উপশম হয় না।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সকলেই মায়াচ্ছন্ন হয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে। যেমন একটি চোর জানে যে, চুরি করা অন্যায় এবং সেই জন্য রাজা অথবা ভগবান তাকে দণ্ড দেবে। চোর দেখে যে চুরি করার ফলে দণ্ডভোগ করতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বারবার চুরি করে। তার বদ্ধমূল ধারণা যে, চুরি করে সে সুখী হবে। এটিই উন্মত্ততার একটি লক্ষণ। বারবার দণ্ডভোগ করা সত্ত্বেও চোর তার চুরি করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না; তাই দণ্ডদান বৃথা।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদনুবাদপরিভাষয়া প্রত্যুদীর্য মুনিবর উপশমশীল উপরতানাত্ম্যনিমিত্ত উপভোগেন কর্মারব্ধং ব্যপনয়ন্ রাজযানমপি তথোবাহ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবৎ**—এতখানি; **অনুবাদ-পরিভাষয়া**—রাজার কথা পুনরাবৃত্তির দ্বারা তা বিশ্লেষণ করে; **প্রত্যুদীর্য**—একে একে উত্তর দিয়ে; **মুনি-বরঃ**—মুনিশ্রেষ্ঠ জড় ভরত; **উপশম-শীলঃ**—পরম শান্ত; **উপরত**—নিবৃত্ত; **অনাত্ম্য**—আত্মার সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়; **নিমিত্তঃ**—অজ্ঞানের ফলে; **উপভোগেন**—কর্মফল স্বীকার করে; **কর্ম-আরব্ধম্**—বর্তমানে প্রাপ্ত কর্মফল; **ব্যপনয়ন্**—সমাপ্ত করে; **রাজ-যানম্**—রাজার শিবিকা; **অপি**—পুনরায়; **তথা**—পূর্বের মতো; **উবাহ**—বহন করতে লাগলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাজা রহূগণ পরম ভাগবত জড় ভরতকে কর্কশ বাক্যে যখন তিরস্কার করেছিলেন, তখন শান্তচিত্ত মুনিবর তা সহ্য করে তার যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন। অবিদ্যার কারণ দেহাত্মবুদ্ধি, কিন্তু জড় ভরত সেই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। তাঁর স্বাভাবিক

দৈন্যবশত তিনি নিজেকে একজন মহান ভক্ত বলে মনে করতেন না, এবং তিনি নীরবে তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করে যেতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি মনে করেছিলেন যে, শিবিকা বহন করে তিনি তাঁর পূর্বকৃত দুষ্কর্মের ফল বিনষ্ট করছেন। এইভাবে বিচার করে তিনি পূর্ববৎ শিবিকা বহন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

মহান ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজেকে একজন পরমহংস বা মুক্ত পুরুষ বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের বিনীত দাসরূপে অবস্থান করেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফলে তিনি দণ্ডভোগ করছেন। সেই দুঃখময় পরিস্থিতির জন্য তিনি কখনও ভগবানকে দোষারোপ করেন না। এগুলি মহাভাগবতের লক্ষণ। *তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ।* তিনি যখন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দুঃখভোগ করেন, তখন তিনি সর্বদা মনে করেন যে, তাঁর অনেক বেশি দণ্ডভোগ করার কথা ছিল, কিন্তু ভগবান কৃপা করে তাঁর সেই দণ্ডের মাত্রা লাঘব করে দিয়েছেন। তিনি কখনও তাঁর প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। তাঁর প্রভু তাঁকে যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থাতেই তিনি সর্বদা সুখী থাকেন। সর্ব অবস্থাতেই তিনি ভগবানের সেবারূপ কর্তব্য সম্পাদন করেন। এই প্রকার ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতম্ বিপাকম্ ।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

"হে ভগবান, যে ব্যক্তি সর্বদা আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রতীক্ষা করে, তাঁর পূর্বকৃত কর্মের ফল বলে মনে করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা বরণ করে নেন এবং তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেন, তিনি অবশ্যই মুক্তি লাভের যোগ্য, কারণ সেটি তাঁর ন্যায্য অধিকারে পরিণত হয়েছে।"

শ্লোক ১৫

স চাপি পাণ্ডবেয় সিন্ধুসৌবীরপতিস্তত্ত্বজিজ্ঞাসায়াং সম্যক্শ্রদ্ধয়াধিকৃতাধিকারস্তদ্ধৃদয়গ্রন্থিমোচনং দ্বিজবচ আশ্রুত্য বহুযোগগ্রন্থসম্মতং ত্বরয়াবরুহ্য শিরসা পাদমূলমুপসৃতঃ ক্ষমাপয়ন্ বিগতনৃপদেবস্ময় উবাচ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (মহারাজ রহূগণ); **চ**—ও; **অপি**—প্রকৃতপক্ষে; **পাণ্ডবেয়**—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সিন্ধু-সৌবীর-পতিঃ**—সিন্ধু এবং সৌবীর নামক রাজ্যের রাজা; **তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়াম্**—পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জানার বাসনায়; **সম্যক্-শ্রদ্ধয়া**—সম্পূর্ণরূপে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযতকারী শ্রদ্ধার দ্বারা; **অধিকৃত-অধিকারঃ**—যিনি যথাযথ যোগ্যতা লাভ করেছেন; **তৎ**—তা; **হৃদয়-গ্রন্থি**—অহঙ্কাররূপ হৃদয়ের গ্রন্থি; **মোচনম্**—যা মুক্ত করে; **দ্বিজ-বচঃ**—ব্রাহ্মণ (জড় ভরতের) বাণী; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **বহু-যোগ-গ্রন্থ-সম্মতম্**—সমস্ত যৌগিক পন্থা এবং সেই সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত; **ত্বরয়া**—অতি শীঘ্র; **অবরুহ্য**—(শিবিকা থেকে) অবরোহন করে; **শিরসা**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **পাদ-মূলম্**—তাঁর চরণ-কমলে; **উপসৃতঃ**—দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করে; **ক্ষমাপয়ন্**—তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে; **বিগত-নৃপ-দেবস্ময়ঃ**—রাজা হওয়ার মিথ্যা গর্ব এবং সেই কারণে পূজ্য হওয়ার অহঙ্কার ত্যাগ করে; **উবাচ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ), সিন্ধু-সৌবীরের রাজা মহারাজ রহূগণেরও পরম তত্ত্ব বিচারে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। জড় ভরতের যোগশাস্ত্র-সম্মত এবং হৃদয়গ্রন্থি ছেদনকারী বাক্য শ্রবণ করে তাঁর রাজ-অভিমান বিদূরিত হয়েছিল। তিনি শীঘ্র শিবিকা থেকে অবতরণপূর্বক ভরতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মস্তক স্থাপন করে প্রণতি নিবেদন করলেন, এবং সেই মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করার ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥

"এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।"

পরম্পরার অন্তর্গত রাজারা ঋষিতুল্য ছিলেন। পূর্বে তাঁরা জীবন দর্শন উপলব্ধি করতে পারতেন এবং প্রজাদের কিভাবে শিক্ষাদান করে সেই স্তরে উন্নীত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে কিভাবে প্রজাদের মুক্ত করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। মহারাজ দশরথ যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করছিলেন, তখন এক সময় ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে এসেছিলেন রামচন্দ্র

এবং লক্ষ্মণকে বনে রাক্ষসদের সংহার করার জন্য নিয়ে যেতে। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন মহারাজ দশরথের সভায় আসেন, তখন রাজা তাঁকে সাধুসুলভ সম্বর্ধনা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *ঐহিষ্টং যৎ তৎ পুনর্জন্মজয়ায়।* অর্থাৎ, জন্ম এবং মৃত্যুকে জয় করার সমস্ত প্রচেষ্টা ঠিক মতো চলছে তো? এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। কিভাবে জন্ম-মৃত্যুকে জয় করা যায়, তা জানা অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ রহূগণও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই জড় ভরত যখন সেই জীবন-দর্শন তাঁর সম্মুখে উপস্থাপন করেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করেছিলেন। সেটিই হচ্ছে বৈদিক সমাজের ভিত্তি। বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, সাধু এবং ঋষিরা বৈদিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে রাজাদের উপদেশ দিতেন কিভাবে জনসাধারণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে হয়, এবং তাঁদের সহযোগিতায় জনসাধারণ লাভবান হত। তাই সেই সমাজে সবকিছুই সার্থক ছিল। মহারাজ রহূগণ মানব-জীবনের মহিমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই তিনি জড় ভরতের মতো একজন মহাত্মাকে অপমান করার ফলে অনুতপ্ত হয়েছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ক্ষমাভিক্ষা করার জন্য জড় ভরতের চরণ-কমলে নিপতিত হয়েছিলেন, এবং জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, যাকে বলা হয় *ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,* জানবার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা জীবনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং যখন সাধু-মহাত্মারা বৈদিক জ্ঞান প্রচার করেন, তখন তথাকথিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাঁদের প্রণতি নিবেদনপূর্বক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পরিবর্তে তাঁদের প্রচারকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তাই বলা যায় যে, প্রাচীন রাজ্যশাসন ব্যবস্থা ছিল স্বর্গতুল্য আর এখনকার শাসনব্যবস্থা নরকতুল্য।

শ্লোক ১৬

কস্ত্বং নিগূঢ়শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ ॥ ১৬ ॥

কঃ ত্বম্—আপনি কে; **নিগূঢ়ঃ**—অত্যন্ত আচ্ছাদিত; **চরসি**—এই জগতে বিচরণ করছেন; **দ্বিজানাম্**—সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মাদের মধ্যে; **বিভর্ষি**—আপনি ধারণ করেছেন; **সূত্রম্**—উপবীত, যা উত্তম ব্রাহ্মণেরা ধারণ করেন; **কতমঃ**—যা;

অবধূতঃ—অত্যন্ত মহান পুরুষ; **কস্য অসি**—আপনি কার (আপনি কার শিষ্য বা পুত্র); **কুত্রত্যঃ**—কোথা থেকে; **ইহ অপি**—এই স্থানে; **কস্মাৎ**—কি উদ্দেশ্যে; **ক্ষেমায়**—লাভের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **চেৎ**—যদি; **অসি**—আপনি হন; **ন উত**—অথবা নয়; **শুক্লঃ**—বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি কপিলদেব।

অনুবাদ

মহারাজ রহূগণ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সকলের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে এই সংসারে বিচরণ করছেন। আপনি কে? আপনি কি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং মহাপুরুষ? আপনি যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছেন। আপনি কি দত্তাত্রেয় আদি অবধূতদের মধ্যে কেউ? আপনি কোন মহাত্মার শিষ্য? আপনি কোথায় অবস্থান করেন? আপনি এই স্থানে কেন এসেছেন? আমাদের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই কি আপনি এসেছেন? আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কে?

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ জড় ভরতের কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জড় ভরত গুরুপরম্পরার সূত্রে অথবা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন। *বেদে* বলা হয়েছে—*তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ*। রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। কিন্তু গুরুর গুরুত্ব কেবল যজ্ঞ উপবীত ধারণ করার মধ্যে নয়, তা নির্ভর করে তাঁর দিব্য জ্ঞানের উপর। রহূগণ যে জড় ভরতকে তাঁর কুল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, তাও গুরুত্বপূর্ণ। কুল দুই প্রকার—বংশ-পরম্পরা এবং গুরু-পরম্পরা। এই উভয় কুলেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুক্লঃ শব্দটি সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে। কেউ যদি দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে অবশ্যই তাঁকে গুরু-পরম্পরায় অথবা বিদ্বান ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-গুরুর শিষ্যত্ব বরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ১৭

নাহং বিশঙ্কে সুররাজবজ্রা-
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিলবিত্তপাস্ত্রা-
চ্ছঙ্কে ভৃশং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ ॥ ১৭ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বিশঙ্কে**—ভীত; **সুর-রাজ-বজ্রাৎ**—দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র থেকে; **ন**—না; **ত্র্যক্ষ-শূলাৎ**—শিবের ত্রিশূল থেকে; **ন**—না; **যমস্য**—যমরাজের; **দণ্ডাৎ**—দণ্ড থেকে; **ন**—না; **অগ্নি**—অগ্নির; **অর্ক**—সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে; **সোম**—চন্দ্রের; **অনিল**—বায়ুর; **বিত্তপ**—স্বর্গলোকের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের; **অস্ত্রাৎ**—অস্ত্র থেকে; **শঙ্কে**—আমি ভীত; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **ব্রহ্ম-কুল**—ব্রাহ্মণকুলের; **অবমানাৎ**—অবমাননারূপ অপরাধ থেকে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের ভয়ে ভীত নই, শিবের ত্রিশূলের ভয়েও ভীত নই, যমরাজের দণ্ড, অথবা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আমি ব্রহ্মজ্ঞকুলের অবমাননারূপ অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন রূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি বৈষ্ণব অপরাধ যে কত ভয়ঙ্কর, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বৈষ্ণব অপরাধকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। মত্ত হস্তী যখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করে, তখন সে সেই উদ্যানের সমস্ত ফল-ফুল নষ্ট করে ফেলে। তেমনই কেউ যখন বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে, তার ফলে তার সমস্ত ভক্তিরূপ সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এবং মহারাজ রহূগণও তা জানতেন। তাই তিনি সরলভাবে তাঁর সেই ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। বজ্র, অগ্নি, যমরাজের দণ্ড, শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি বহু ভয়ঙ্কর বস্তু রয়েছে, কিন্তু কোনটিই জড় ভরতের মতো ব্রাহ্মণের চরণে অপরাধের মতো ভয়ঙ্কর নয়। তাই মহারাজ রহূগণ তৎক্ষণাৎ তাঁর শিবিকা থেকে অবতরণ করে, ব্রাহ্মণ জড় ভরতের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

তদ্ ব্রূহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়-
বিজ্ঞানবীর্যো বিচরস্যপারঃ ।
বচাংসি যোগগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥ ১৮ ॥

তৎ—অতএব; **ব্রূহি**—দয়া করে বলুন; **অসঙ্গঃ**—জড় জগতের সঙ্গে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই; **জড়বৎ**—মূক এবং বধিরের মতো যিনি প্রতিভাত হচ্ছেন; **নিগূঢ়**—পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন; **বিজ্ঞান-বীর্যঃ**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ এবং তার ফলে অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিচরসি**—আপনি বিচরণ করছেন; **অপারঃ**—অন্তহীন দিব্য মহিমা সমন্বিত; **বচাংসি**—আপনার বাণী; **যোগ-গ্রথিতানি**—যোগের পূর্ণ অর্থ সমন্বিত; **সাধো**—হে মহাত্মা; **ন**—না; **নঃ**—আমাদের; **ক্ষমন্তে**—সক্ষম; **মনসা অপি**—মনের দ্বারাও; **ভেত্তুম্**—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারের দ্বারা উপলব্ধি করতে।

অনুবাদ

হে মহানুভব, মনে হচ্ছে যেন আপনার মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রভাব আপনি গোপন করে রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি সমস্ত জড় সংসর্গ থেকে মুক্ত এবং পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। তাই আপনার দিব্য জ্ঞান অনন্ত। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আপনি এইভাবে একজন জড়ের মতো বিচরণ করছেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যোগসম্মত কথা বলেছেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই দয়া করে তা বিশ্লেষণ করুন।

তাৎপর্য

জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ সাধারণ বাক্য উচ্চারণ করেন না। তাঁরা যা কিছু বলেন, তা মহান যোগী এবং মহাপুরুষদের দ্বারা অনুমোদিত। সাধারণ মানুষ এবং মহাত্মার মধ্যে এটিই পার্থক্য। জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে হলে শ্রোতাকেও অবশ্যই উন্নত চেতনা সমন্বিত হতে হবে। *ভগবদ্গীতা* অর্জুনকে শোনান হয়েছিল, অন্যদের নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিব্য জ্ঞান দান করার জন্য বিশেষভাবে অর্জুনকে মনোনীত করেছিলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তাঁর মহান ভক্ত এবং অন্তরঙ্গ সখা। তেমনই, মহাপুরুষেরা উন্নত চেতনা সমন্বিত ব্যক্তিদেরই উপদেশ দেন; শূদ্র, বৈশ্য, স্ত্রী অথবা নির্বোধদের দেন না। কখনও কখনও সাধারণ মানুষদের মহান দার্শনিক উপদেশ দান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের মঙ্গলের জন্য একটি অতি সুন্দর পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তন। জনসাধারণ যদিও শূদ্রবৎ অথবা শূদ্রাধম, তবু তারা এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে পবিত্র হতে পারে। তখন তারা *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অতি গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন তাই

সাধারণ মানুষদের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেছে। মানুষ যখন ধীরে ধীরে পবিত্র হয়, তখন তাদের *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধু আদি বিষয়াসক্ত মানুষেরা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবুও তারা বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করতে পারে, কারণ তিনি শূদ্রদেরও *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* অতি উন্নত জ্ঞান কিভাবে প্রদান করতে হয় তা জানেন।

শ্লোক ১৯

অহং চ যোগেশ্বরমাত্মতত্ত্ব-
বিদাং মুনীনাং পরমং গুরুং বৈ ।
প্রষ্টুং প্রবৃত্তঃ কিমিহারণং তৎ
সাক্ষাদ্ধরিং জ্ঞানকলাবতীর্ণম্ ॥ ১৯ ॥

অহম্—আমি; **চ**—এবং; **যোগেশ্বরম্**—যোগীশ্রেষ্ঠ; **আত্ম-তত্ত্ব-বিদাম্**—আত্ম-তত্ত্ববিৎদের; **মুনীনাম্**—এই প্রকার মহাপুরুষদের; **পরমম্**—শ্রেষ্ঠ; **গুরুম্**—গুরু; **বৈ**—অবশ্যই; **প্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করার জন্য; **প্রবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত; **কিম্**—কি; **ইহ**—এই জগতে; **অরণম্**—সব চাইতে সুরক্ষিত আশ্রয়; **তৎ**—যা; **সাক্ষাৎ হরিম্**—সাক্ষাৎ ভগবানকে; **জ্ঞান-কলা-অবতীর্ণম্**—যিনি পূর্ণজ্ঞান প্রদানের জন্য কপিলদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

অনুবাদ

আমি আপনাকে যোগেশ্বর, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মুনিদেরও পরম গুরু বলে মনে করি। মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি ভগবানের জ্ঞানরূপী অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি রূপে দিব্য জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, হে গুরুদেব, এই জগতে সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় কি?

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

(*ভগবদ্‌গীতা* ৬/৪৭)

জড় ভরত ছিলেন সিদ্ধযোগী। পূর্বে তিনি ছিলেন মহারাজ ভরত, এবং এখন তিনি সমস্ত জ্ঞানী ও যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। জড় ভরত যদিও ছিলেন একজন সাধারণ জীব, তবুও তিনি ভগবৎ অবতার কপিলদেব প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলেই মনে করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে তাঁর গুর্বষ্টকমে বলেছেন—*সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈঃ* । জড় ভরতের মতো মহাপুরুষ ভগবানেরই তুল্য, কারণ তিনি ভগবানের দেওয়া জ্ঞান দান করে, সর্বতোভাবে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন। জড় ভরতকে এখানে সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি ভগবানের হয়ে দিব্য জ্ঞান দান করছেন। তাই মহারাজ রহূগণ স্থির করেছিলেন যে, তাঁর কাছে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা উপযুক্ত হবে। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ* । এই বৈদিক নির্দেশও এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। কেউ যদি আদৌ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান (*ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা*) জানতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো গুরুর শরণাগত হতে হবে।

শ্লোক ২০

স বৈ ভবাঁল্লোকনিরীক্ষণার্থ-
মব্যক্তলিঙ্গো বিচরত্যপিস্বিৎ ।
যোগেশ্বরাণাং গতিমন্ধবুদ্ধিঃ
কথং বিচক্ষীত গৃহানুবন্ধঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—সেই ভগবান অথবা তাঁর অবতার কপিলদেব; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি; **লোক-নিরীক্ষণ-অর্থম্**—এই জগতে মানুষদের চরিত্র অধ্যয়ন করার জন্য; **অব্যক্ত-লিঙ্গঃ**—আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ না করে; **বিচরতি**—জগতে বিচরণ করছেন; **অপি স্বিৎ**—কি; **যোগ-ঈশ্বরাণাম্**—সমস্ত মহান যোগীদের; **গতিম্**—চরিত্র বা বাস্তবিক আচরণ; **অন্ধ-বুদ্ধিঃ**—মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে, যারা দিব্য জ্ঞানের বিষয়ে অন্ধ; **কথম্**—কিভাবে; **বিচক্ষীত**—জানতে পারে; **গৃহ-অনুবন্ধঃ**—গৃহস্থ-জীবনে বা বৈষয়িক জীবনে আসক্ত আমার মতো বদ্ধ জীব।

অনুবাদ

আপনি যে ভগবানের অবতার কপিলদেবের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, তা কি সত্য নয়? কে প্রকৃত মানুষ এবং কে নয়, তা পরীক্ষা করার জন্য আপনি মূক এবং বধিরের মতো অভিনয় করছেন। আপনি কি সেই জন্য এই পৃথিবীপৃষ্ঠে এইভাবে বিচরণ করছেন না? আমি অত্যন্ত বিষয়াসক্ত এবং জ্ঞানান্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছি। কিভাবে আমি পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারি?

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ যদিও একজন রাজার ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু জড় ভরত তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি রাজা নন এবং জড় ভরত মূক ও বধির নন। এই সমস্ত উপাধিগুলি কেবল আত্মার আবরণ মাত্র। এই জ্ঞান লাভ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে* । সকলেই দেহের বন্ধনে আবদ্ধ। যেহেতু দেহ আত্মা নয়, তাই দেহের কার্যকলাপ মায়িক। জড় ভরতের মতো সাধুর সঙ্গ প্রভাবে মহারাজ রহূগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজারূপে তাঁর যে কার্যকলাপ তা মায়িক। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে জ্ঞান লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং সেটিই তাঁর সিদ্ধিলাভের পথে প্রথম পদক্ষেপ। *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এবাভিগচ্ছেৎ* । জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে ইচ্ছুক এবং আত্মজ্ঞান লাভে আগ্রহী মহারাজ রহূগণের মতো ব্যক্তিকে অবশ্যই জড় ভরতের মতো মহাপুরুষের শরণাগত হওয়া কর্তব্য। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৩/২১)। ভগবানের প্রতিনিধি জড় ভরতের মতো গুরুদেবের শরণাগত হয়ে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ২১

দৃষ্টঃ শ্রমঃ কর্মত আত্মনো বৈ
ভর্তুর্গস্তুর্ভবতশ্চানুমন্যে ।
যথাসতোদানয়নাদ্যভাবাৎ
সমূল ইষ্টো ব্যবহারমার্গঃ ॥ ২১ ॥

দৃষ্টঃ—সকলেই দেখেছে; **শ্রমঃ**—শ্রান্তি; **কর্মতঃ**—কোন কর্ম করার ফলে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ভর্তুঃ**—শিবিকা বহনকারীর; **গন্তুঃ**—গমনকারীর; **ভবতঃ**—আপনার; **চ**—এবং; **অনুমন্যে**—আমি অনুমান করি; **যথা**—যতখানি; **অসতা**—যা প্রকৃত সত্য নয়; **উদ**—জলের; **আনয়ন-আদি**—আনয়ন করা ইত্যাদি কার্য; **অভাবাৎ**—অভাবের ফলে; **সমূলঃ**—প্রমাণভিত্তিক; **ইষ্টঃ**—শ্রদ্ধেয়; **ব্যবহার-মার্গঃ**—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়।

অনুবাদ

আপনি বলেছেন, "আমি শ্রান্ত নই।" যদিও আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন, তবু দৈহিক পরিশ্রমের ফলে শ্রান্তি হয়, এবং তখন মনে হয় যে আত্মাই যেন শ্রান্ত হয়েছে। আপনি যখন শিবিকা বহন করছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আত্মারও পরিশ্রম হয়েছে। এটিই আমার অনুমান। আপনি এও বলেছেন যে, প্রভু এবং ভৃত্যের যে বাহ্য আচরণ তা বাস্তবিক নয়, কিন্তু যদিও এই প্রাপঞ্চিক জগতে তা বাস্তবিক নয়, তবুও এই প্রাপঞ্চিক জগতের বিষয়গুলি তো বস্তুকে প্রভাবিত করে। তা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এবং অনুভব করা যায়। যদিও জড়-জাগতিক কার্যকলাপ অনিত্য কিন্তু তাহলেও তা মিথ্যা বলা যায় না।

তাৎপর্য

এটি নির্বিশেষ মায়াবাদ দর্শন এবং ব্যবহারিক বৈষ্ণব দর্শনের বিচার। মায়াবাদ দর্শন বিশ্লেষণ করে যে, এই জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন তা স্বীকার করে না। বৈষ্ণবেরা জানেন যে, এই জগৎ অনিত্য হলেও তা মিথ্যা নয়। রাত্রে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা অবশ্যই অলীক, কিন্তু দুঃস্বপ্ন নিঃসন্দেহে দর্শনকারী ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। আত্মার শ্রান্তি বাস্তবিক নয়, কিন্তু যতক্ষণ জীব তার দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ সে এই সমস্ত অলীক স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কেউ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সেই স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এইভাবে বদ্ধ জীবকে তার স্বপ্নবৎ অস্তিত্বে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে বাধ্য হতে হয়। মাটির তৈরি জলের ঘট অনিত্য। প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি ঘট নয়, তা হচ্ছে মাটি। কিন্তু তাতে জল ভরে আমরা তা ব্যবহার করতে পারি। অতএব বলা যায় না যে, তা একেবারে মিথ্যা।

শ্লোক ২২

স্থাল্যগ্নিতাপাৎপয়সোঽভিতাপ-
স্তত্তাপতস্তণ্ডুলগর্ভরন্ধিঃ ।
দেহেন্দ্রিয়াস্বাশয়সন্নিকর্ষাৎ
তৎসংসৃতিঃ পুরুষস্যানুরোধাৎ ॥ ২২ ॥

স্থালি—রন্ধন-পাত্রে; **অগ্নি-তাপাৎ**—আগুনের তাপের ফলে; **পয়সঃ**—পাত্রস্থিত দুধ; **অভিতাপঃ**—তপ্ত হয়; **তৎ-তাপতঃ**—দুধ গরম হওয়ার ফলে; **তণ্ডুল-গর্ভরন্ধিঃ**—দুধের মধ্যে রয়েছে যে চাল তা সিদ্ধ হয়; **দেহ-ইন্দ্রিয়-অস্বাশয়**—দেহের ইন্দ্রিয়; **সন্নিকর্ষাৎ**—সম্পর্কিত হওয়ার ফলে; **তৎ-সংসৃতিঃ**—শ্রম এবং অন্যান্য কষ্টের অনুভূতি; **পুরুষস্য**—আত্মার; **অনুরোধাৎ**—দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

রাজা রহূগণ বলতে লাগলেন—হে মহানুভব, আপনি বলেছেন যে শরীরের স্থূলতা এবং কৃশতা আত্মার ধর্ম নয়। তা ঠিক নয়, কারণ সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি আত্মারই হয়ে থাকে। পাত্রস্থিত দুধ এবং চাল আগুনের তাপে আপনা থেকেই উত্তপ্ত হয় এবং তার ফলে চালের অন্তরভাগ সিদ্ধ হয়। তেমনই, দেহের দুঃখ এবং সুখ ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মাকে প্রভাবিত করে। আত্মা এই অবস্থা থেকে অনাসক্ত থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সত্য, কিন্তু তা হয় দেহের প্রতি আসক্তির ফলে। বলা যেতে পারে যে, গাড়িতে বসে যে ব্যক্তি গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনি অবশ্যই গাড়ি থেকে ভিন্ন, কিন্তু গাড়িটির কোন ক্ষতি হলে, গাড়িটির মালিকও গাড়িটির প্রতি তাঁর অত্যন্ত আসক্তির ফলে বেদনা অনুভব করেন। প্রকৃতপক্ষে গাড়িটির ক্ষতির সঙ্গে গাড়িটির মালিকের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যেহেতু মালিক গাড়িটির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাই সেই সম্পর্কে তিনিও সুখ এবং দুঃখ অনুভব করেন। এই অবস্থার নিরসন করা সম্ভব গাড়িটির প্রতি আসক্তি প্রত্যাহার করার ফলে। তখন গাড়িটির কোন ক্ষতি হলেও মালিক তাতে সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করবেন না। তেমনই, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের

সঙ্গে আত্মার কোন প্রকৃত সম্পর্ক নেই, কিন্তু অজ্ঞানতাবশত সে তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে দেহের সুখ এবং দুঃখের মাধ্যমে সে সুখ এবং দুঃখ অনুভব করে।

শ্লোক ২৩

শাস্তাভিগোপ্তা নৃপতিঃ প্রজানাং
যঃ কিঙ্করো বৈ ন পিনষ্টি পিষ্টম্ ।
স্বধর্মমারাধনমচ্যুতস্য
যদীহমানো বিজহাত্যঘৌঘম্ ॥ ২৩ ॥

শাস্তা—শাসক; **অভিগোপ্তা**—পিতার মতো প্রজাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ; **নৃপতিঃ**—রাজা; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **যঃ**—যিনি; **কিঙ্করঃ**—ভৃত্য; **বৈ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ন**—না; **পিনষ্টি পিষ্টম্**—পিষ্ট বস্তুকে পেষণ করা; **স্বধর্মম্**—স্বধর্ম; **আরাধনম্**—পূজা করে; **অচ্যুতস্য**—ভগবানের; **যৎ**—যা; **ঈহমানঃ**—অনুষ্ঠান করে; **বিজহাতি**—মুক্ত; **অঘ-ওঘম্**—সর্বপ্রকার পাপকর্ম থেকে।

অনুবাদ

হে মহদাশয়, আপনি বলেছেন রাজা এবং প্রজা অথবা প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিত্য নয়, কিন্তু যদিও এই সম্পর্ক অনিত্য তবুও কেউ যখন রাজার পদ গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কর্তব্য হচ্ছে প্রজাদের শাসন করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের দণ্ডদান করা। তাদের দণ্ডদান করে তিনি প্রজাদের রাজ্যের আইন মেনে চলার শিক্ষা দেন। পুনরায়, আপনি বলেছেন যে, মূক এবং বধির ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া পিষ্ট বস্তুকে পেষণ করার মতো; অর্থাৎ, তার ফলে কোন লাভ হয় না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর স্বধর্মে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর পাপকর্মের লাঘব হয়। অতএব কাউকে যদি বলপূর্বক তাঁর স্বধর্মে নিযুক্ত করা হয়, তার ফলে তাঁর মঙ্গল হয়, কারণ তখন তাঁর সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণের এই যুক্তিটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/২/৪) শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ*—

যে কোন ভাবেই হোক না কেন মনকে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি জীবই কৃষ্ণের নিত্য দাস, কিন্তু বিস্মৃতির ফলে জীব মায়ার নিত্য দাসত্ব বরণ করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ার দাসত্ব করে, ততক্ষণ সে সুখী হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষদের কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত করা। তা তাদের সমস্ত জড় কলুষ এবং পাপকর্ম থেকে মুক্ত করবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*বীতরাগভয়ক্রোধাঃ*। জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে, আমরা ভয়, ক্রোধ ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারব। তপশ্চর্যার ফলে জীব পবিত্র হয় এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হয়। রাজার কর্তব্য হচ্ছে এমনভাবে তাঁর প্রজাদের শাসন করা, যাতে তারা কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারে। তার ফলে সকলেরই মঙ্গল হয়। দুর্ভাগ্যবশত রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানেরা জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করার পরিবর্তে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্যকলাপে অনুপ্রাণিত করছে, এবং তা অবশ্যই কখনও কারোর মঙ্গলসাধন করতে পারে না। রাজা রহূগণ জড় ভরতকে তাঁর শিবিকা বহনকার্যে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, যা ছিল রাজার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক কার্য। কিন্তু, কেউ যদি ভগবানের শিবিকা বহন কার্যে যুক্ত হন, তাহলে তাঁর পক্ষে তা অবশ্যই মঙ্গলজনক। এই ভগবদ্বিমুখ সভ্যতায়, কোন না কোন মতে রাষ্ট্রপ্রধানেরা যদি জনসাধারণকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন অথবা তাদের কৃষ্ণভক্তি জাগরিত করেন, তাহলে তাঁরা প্রজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সাধন করতে পারেন।

শ্লোক ২৪

তন্মে ভবান্নরদেবাভিমান-
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য ।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্তবন্ধো
যথা তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥ ২৪ ॥

তৎ—অতএব; **মে**—আমাকে; **ভবান্**—আপনি; **নরদেব-অভিমান-মদেন**—রাজার দেহ প্রাপ্ত হওয়ার গর্বে উন্মত্ত; **তুচ্ছীকৃত**—যে অপমান করেছে; **সৎ-তমস্য**—আপনার মতো শ্রেষ্ঠ মানুষের; **কৃষীষ্ট**—দয়া করে প্রদর্শন করুন; **মৈত্রী-দৃশম্**—বন্ধুরূপে আপনার অহৈতুকী কৃপা; **আর্ত-বন্ধো**—হে দীনবন্ধু; **যথা**—যেমন; **তরে**—আমি মুক্ত হতে পারি; **সৎ-অবধ্যানম্**—আপনার মতো একজন মহাপুরুষকে উপেক্ষা করে; **অংহঃ**—পাপ।

অনুবাদ

আপনি যা বলেছেন তা আমার কাছে বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। হে আর্তবন্ধু, আমি রাজা হওয়ার অভিমানে মত্ত হয়ে আপনার মতো পরম ভাগবতকে অপমান করে মহা অপরাধ করেছি। তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। তাহলেই কেবল আমি এই অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারব।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বৈষ্ণব অপরাধের ফলে সমস্ত পারমার্থিক কার্য নষ্ট হয়ে যায়। বৈষ্ণব অপরাধকে 'হাতি মাতা' অপরাধ বলা হয়। কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা বাগানকে মত্ত হস্তী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে ফেলতে পারে। কেউ ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর প্রাপ্ত হতে পারেন, কিন্তু কোনক্রমে যদি বৈষ্ণব-অপরাধ হয়ে যায়, তাহলে সবকিছু ধসে পড়বে। অজ্ঞাতসারে মহারাজ রহূগণ জড় ভরতের চরণে অপরাধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সৎ-বুদ্ধির ফলে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে উপায়। কৃষ্ণভক্ত অত্যন্ত সরল এবং স্বভাবতই কৃপালু। তাই যদি কখনও বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত, যাতে পারমার্থিক উন্নতি প্রতিহত না হয়।

শ্লোক ২৫

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য
সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি ।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **বিক্রিয়া**—বিকার; **বিশ্ব-সুহৃৎ**—সকলের বন্ধু ভগবানের; **সখস্য**—বন্ধু আপনার; **সাম্যেন**—আপনার সমদর্শিতার ফলে; **বীত-অভিমতেঃ**—যিনি দেহাত্মবুদ্ধি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন; **তব**—আপনার; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ-বিমানাৎ**—মহৎ ভক্তকে অপমান করার ফলে; **স্বকৃতাৎ**—আমার কার্যের ফলে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **মাদৃক্**—আমার মতো ব্যক্তি; **নঙ্ক্ষ্যতি**—বিনষ্ট হবে; **অদূরাৎ**—অচিরে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **শূলপাণিঃ**—শিবের মতো শক্তিশালী হলেও।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ ভগবানের সখা। তাই আপনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, এবং আপনি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি যে আপনাকে অপমান করেছি, তাতে যদিও আপনার কোন বিকার হয়নি, তবুও সেই অপরাধের ফলে আমার মতো ব্যক্তি যদি শিবের মতোও শক্তিশালী হয়, তাহলেও অচিরেই বিনষ্ট হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

মহারাজ রহূগণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং বৈষ্ণব অপরাধের অশুভ পরিণতির কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি জড় ভরতের কাছে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন। মহারাজ রহূগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বৈষ্ণবের পাদপদ্মে যাতে অপরাধ না হয়, সেই সম্বন্ধে সকলেরই অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর *শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে* (*মধ্য* ১৩) বলেছেন—

শূলপাণিসম যদি ভক্তনিন্দা করে ।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপিহ শীঘ্র মরে ॥
হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ্ঞ হই' ।
সেই জনের অধঃপাত—সর্ব শাস্ত্রে কই ॥

"কেউ যদি শূলপাণি শিবের মতোও শক্তিশালী হন, তবুও বৈষ্ণব অপরাধের ফলে তাঁর চিন্ময় স্থিতি থেকে অধঃপতন হবে। সেটিই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ।" তিনি *চৈতন্য-ভাগবতে* (*মধ্য* ২২) আরও বলেছেন—

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে ।
তথাপিহ নাশ যায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে ।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥

"যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের নিন্দা করে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। শিবের মতো শক্তিশালী ব্যক্তিও যদি বৈষ্ণবের নিন্দা করেন, তাহলে তিনিও অবশ্যই বিনষ্ট হবেন।

সেটিই সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। কেউ যদি শাস্ত্রের উপদেশ না মেনে বৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাহলে সেই জন্যে তাকে জন্মে জন্মে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হবে।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের, 'জড় ভরতের সঙ্গে মহারাজ রহূগণের সাক্ষাৎ' নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।